সংবাদ

তারিখ: 17 APR 2018
পৃষ্ঠা: ১ কলাম: ৩

প্রাথমিক সমাপনী

এমসিকিউ বাদ যুক্ত হয়েছে সংক্ষিপ্ত লিখিত প্রশ্ন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত লিখিত প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় কর্মশালায় পরিমার্জিত এই প্রশ্নপত্রের কাঠামো চূড়ান্ত করা হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন নেপের ওয়েবসাইটে (ïï.হধঢ়ব.মড়া.নফ) নতুন প্রশ্নপত্রের কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

এর আগে গত ৩ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ঘোষণা দেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার লিখিত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

লিখিত : প্রশ্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকেই আর এমসিকিউ থাকছে না।' এমসিকিউ প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগসহ এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে নানা মহলের আপত্তির মুখে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এমসিকিউর বদলে সব প্রশ্নই হবে যোগ্যতাভিত্তিক। প্রাথমিকে এই যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নকেই বলা হয় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বা সৃজনশীল প্রশ্ন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুযোগগুলো বন্ধ করার জন্য ইতোমধ্যে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কিছু কিছু বিষয় প্রয়োগ করা হয়েছে। আমরা চাইছি, কায়দা করে প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা যায় কি না।' প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির আদেশে নতুন প্রশ্ন কাঠামো সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রাথমিক সমাপনীর প্রতিটি বিষয়ে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বাদ দিয়ে সেখানে সত্য-মিথ্যা, এক কথায় উত্তর, শূন্যস্থান পূরণ, শব্দ অর্থ লিখন, বাক্য গঠন, বিরাম চিহ্ন লিখন, বাক্য গঠনসহ বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জুড়ে দেয়া হয়েছে। নতুন ধারার প্রশ্ন যুক্ত করে এবার থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে। এমসিকিউ প্রশ্ন বাদ দেয়া হলেও পরীক্ষার সময় আগের মতো আড়াই ঘণ্টাই থাকবে। এমসিকিউ বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতোমধ্যে আপত্তি উঠেছে। অভিভাবকরা বলছেন, এমসিকিউতে যে সময় প্রয়োজন সেই সময়ের তুলনায় বেশি সময় প্রয়োজন লিখিত প্রশ্নের জন্য। সময় না বাড়ালে শিশুরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। গত বছর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রায় সব বিষয়ের প্রশ্ন পরীক্ষার আগের রাতে বা পরীক্ষার সকালে ফাঁস হয়ে যায়। দ্রুত সময়ের মধ্যে তা সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি-জেডিসি এবং এবারের এসএসসি পারীক্ষাতেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠে। প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে ব্যর্থতার কারণে প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। এজন্য পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষায় এমসিকিউ তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এসএসসিতে এমসিকিউ প্রশ্ন প্রবর্তন করা হয়েছিল ১৯৯২ সালে। তখন মোট ৫০টি বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো। প্রতিটির জন্য বরাদ্দ ছিল ১ নম্বর করে। দীর্ঘদিন ওই ব্যবস্থা চলার পর প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায়ও এমসিকিউ অংশ কমিয়ে আনা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে সৃজনশীল প্রশ্নের হার গত কয়েক বছর ধরেই ধাপে ধাপে বাড়ানো হয়। ২০১৬ সালে প্রতি বিষয়ে ৬৫ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে ৮০ শতাংশ প্রশ্ন ছিল যোগ্যতাভিত্তিক। বাকি প্রশ্ন ছিল সনাতন ধরনের। ২০০৯ সালে সারাদেশে এক সঙ্গে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়। ২০১২ সালে প্রথমবারের মতো ১০ শতাংশ সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ২০১৩ সালে ২৫ শতাংশ, ২০১৪ সালে ৩৫ শতাংশ এবং ২০১৫ সালে ৫০ শতাংশ সৃজনশীল প্রশ্নে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের সমাপনী পরীক্ষা হয়।

স্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....................
তারিখ.....................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর